97437 - অপবত্রি অবস্থায় আযান দয়োর হুকুম এবং এ অবস্থায় তনিি আযান দয়োর জন্য কি মসজদিে প্রবশে করতে পারবনে?

প্রশ্ন

এক ব্যক্তি অপবত্রি অবস্থায় ফজররে নামাযরে আযান দয়িছেনে। মুয়াজ্জনি অপবত্রিতার কথা ভুলে গছেনে; এমনকি তনিি আযান শষে করে ফলেছেনে। এরপর তনিি বাসায় ফরিে এসে গোসল করে পুনরায় মসজদিে ফরিে আসনে এবং পবত্রি অবস্থায় নামাযরে ইক্বামত দনে। এখন এর হুকুম কি? আমরা জানি যে, অপবত্রি অবস্থায় মসজদিে প্রবশে করা হারাম।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

পবত্রিতাসহ আযান দয়ো মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়। পবত্রিতাসহ আযান দয়ো সম্পর্কে একটি হাদসি উদ্ধৃত হয়ছে: "ওযু অবস্থায় ছাড়া আযান দবিে না"।[সুনানে তরিমযিি (১৪৭)] এই কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উক্তি মারফু হাদসি হসিবেে বর্ণতি হয়ছে এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তি মাওকুফ হাদসি হসিবেওে বর্ণতি হয়ছে। তবে উভয়টি দুর্বল; সহহি নয়।[দখেুন: তামামুল মন্নিাহ (পৃষ্ঠা-১৫৪)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) আল-মুগনী গ্রন্থে (১/২৪৮) বলনে: মুয়াজ্জনি লঘু অপবত্রিতা ও জানাবত উভয়টি থকেে পবত্রি হওয়া মুস্তাহাব।[সমাপ্ত] তনিি পূর্বোক্ত হাদসি দয়িে দললি পশে করছেনে।

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: ওযু ছাড়া আযান দয়ো কি জায়যে এবং জুনুবী (গুরু অপবত্রিতা) অবস্থায় আযান দয়োর হুকুম কি?

জবাবে তারা বলনে: লঘু অপবত্রিতা কংিবা গুরু অপবত্রিতা নয়িে আযান দলিে আযান সঠকি হবে। তবে উত্তম হচ্ছে উভয় প্রকার অপবত্রিতা থকেে পবত্রি হয়ে আযান দয়ো।[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মিা (৬/৬৭)]

জুনুবী ব্যক্তি মসজদিে অবস্থান করা নষিধে। কন্তিু আযান কংিবা অন্য কোন প্রয়োজন হলে তনিি ওযু করে মসজদিে প্রবশে করবনে। কাশ্শাফুল ক্বনিা গ্রন্থে (১/১৪৮) বলনে: জুনুবী (অপবত্রি) ব্যক্তরি জন্য মসজদিে অবস্থান করা হারাম। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "এবং (দহৈকি) অপবত্রি অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না গোসল কর।'[সূরা নসিা, আয়াত: ৪৩] তবে ওযু করে নয়িে অবস্থান করতে পারবে। যহেতেু আতা বনি ইয়াসার থকেে সাঈদ বনি মানসুর বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: আমি নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের কিছু লোককে এমন দেখেছি যে, তারা ওযু করে নিয়ে অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে বসে থাকতেন। আল-মুবদি গ্রন্থে বলেন: এর সনদ সহিহ। এবং যেহেতু ওযুকরণ অপবিত্রতাকে কিছুটা হালকা করে। ফলে কিছু নিষিদ্ধজিনিস দূর হয়ে যায়। শাইখ তাক্বী উদ্দিন (শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া) বলেন: সেক্ষেত্রে মসজিদে ঘুমানো জায়েয হবে যেভাবে অন্যরা সেখানে ঘুমায়।"[পরিমার্জিতভাবে সমাপ্ত][দেখুন: আল-শারহুল মুমতি' (২/৫৭)]

যদি কোন মুয়াজ্জিন অপবিত্রতার কথা ভুলে গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে থাকে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা বিস্মৃতির কারণে তার ওজর গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি বিস্মৃত হই কিংবা ভুলে যাই আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।" এবং সহিহ মুসলিমে (১২৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আমি তাই করেছি"। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা বিস্মৃত ব্যক্তি ও ভুলকারীকে ছেড়ে দিয়েছেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।